



95340 - দারদির্যের নতেবাচক প্রভাব ও ইসলামে তা বমিচেনরে উপায়সমূহ

প্রশ্ন

ইসলাম কীভাবে দারদির্যকে মকোবালি করে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

দারদির্য এমন একটি বিপদ যাতে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। সটে নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা পরিবার অথবা সমাজে ক্ষেত্রে হতে পারে। আকীদা-বিশ্বাস ও আচার-আচরণের উপর দারদির্যের বেশে কিছু নতেবাচক প্রভাব রয়েছে। খ্রিস্টধর্মে বহু প্রচারক বিভিন্ন জাতের দারদির্যকে কাজে লাগিয়ে তাদের মাঝে খ্রিস্টধর্মে বস্তার করে যাচ্ছে। এছাড়া দারদির্যের কারণে নজিদেরে অভাব পূরণ করতে গিয়ে বহু মন্দ স্বভাবও ছড়িয়ে পড়ে। তাদের মাঝে চুরি, হত্যা, ব্যভিচার, হারাম বস্তু বিক্রির প্রবণতা বস্তার লাভ করে। নঃসন্দেহে ব্যক্তি ও সমাজের উপর এ সকল অপরাধের নতেবাচক প্রভাব রয়েছে। আল্লাহ তাআলা মুশরকদের ব্যাপারে বলছেন যে, তাদের কড়ে কড়ে হয় দারদির্যের কারণে নজিদেরে সন্তানদেরকে হত্যা করত অথবা দারদির্যে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় সন্তানদের হত্যা করত! আল্লাহ তাআলা প্রথম শ্রণের ব্যাপারে বলেন:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

“দারদির্যের কারণে নজিদেরে সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তোমাদেরকে ও তাদেরকে আমি জীবিকা দান করি।”[সূরা আন’আম: ১৫১]

দ্বিতীয় শ্রণের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَتْ خَطِيئَةً كَبِيرًا

“অভাবের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমি তাদের বুজুরি ব্যবস্থা করি এবং তোমাদেরও। তাদেরকে হত্যা করা নশ্চয়ই একটি বড় পাপ।”[সূরা ইসরা: ৩১]



সহীহ বুখারী ও মুসলমিমে ঐ নারীর ঘটনা বর্ণিত আছে যার অর্থের প্রয়োজন হয়েছিল এবং যার সামনে পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে এসেছিল, এমন অবস্থায় সে তার চাচাতো ভাই ছাড়া কাউকে পায়নি। চাচাতো ভাই তাকে অর্থ দায়ের বনিমিয়ে তার সাথে ব্যভিচার করার প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু পরে ঐ নারী তাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে ভয় দেখালে আল্লাহ তাকে ব্যভিচার থেকে রক্ষা করে।

যাইহোক, দারদির্যের ফলে যে অপরাধ ও অন্যায় ঘটে সেটি প্রসিদ্ধি বশিষ। তাই দারদির্যে ভোগা জাতগুলি দারদির্যের সমাধান বের করার চেষ্টা করে থাকে। তবে একমাত্র ইসলামই এর (দারদির্যের) সমাধান রয়েছে, যার বধি-বিধানগুলো এসেছে কয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য।

দুই:

দারদির্যের সমস্যা সমাধান ও তা বমিচনরে জন্য আমাদরে পবত্র শরীয়তে যে সমস্ত উপায় বর্ণিত হয়েছে এর মধ্যে রয়েছে:

১. মানুষকে এই বশিদ্ধ আকীদা শখনো যে, রযিকি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। তিনি রযিকিদাতা। আল্লাহ যা কিছু বপিদ-আপদ নরিধারণ করনে সেগুলো কিছু প্রজ্ঞার জন্যই করে থাকনে। দরদির মুসলমিরে করণীয় হচ্ছে বপিদ-আপদে ধরৈযধারণ করা এবং নজিরে ও পরবাররে দারদির্য দূর করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

“আল্লাহই তো জীবিকা দানকারী, কষমতালী, মহাশক্তমান।”[সূরা যারিয়াত: ৫৮]

তনি আরো বলেন:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

“পৃথিবীতে চলমান সকল প্রাণীর জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর। তিনি তাদের অবস্থানস্থল ও সংরক্ষণস্থল জাননে। সবকিছুই এক স্পষ্ট গ্রন্থে (লপিবিদ্ধ) আছে।”[সূরা হূদ: ৬]

তনি আরো বলেন:

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ

“তিনি যদি তার রযিকি বন্ধ করে দেন, তাহলে কে আছে এমন যে তোমাদেরকে রযিকি দিতে পারে? (কউে নহে,) বরং (নর্িবোধেরে মত) তারা অবাধ্যতা ও অনীহার মধ্যে অটল রয়ছে।”[সূরা মুলক: ২১]

তনি আরও বলনে:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“অবশ্যই আমি আদম-সন্তানদেরকে (মানবজাতিকে) সম্মানতি করছে, তাদরেকে স্থল ও সাগরে চলাচলেরে বাহন দয়িছে, উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি থেকে তাদরে জীবকির ব্যবস্থা করছে এবং আমি যাদরেকে সৃষ্টি করছে তাদরে অনেকেরে চয়ে তাদরেকে আমি মর্যাদা দয়িছে।”[সূরা ইসরা: ৭০]

এই বশ্বাসগুলে থাকলে মানুষ দারদির্যে আক্রান্ত হলে ধরৈযধারণ করে, রযিকি অনুবশেণে কেবেল আল্লাহর কাছে ধরণা দয়ে, আল্লাহর ফয়সালার প্রতি তুষ্ট থাকে এবং রযিকি অনুবশেণে প্রচেষ্টা চালায়।

সুহাইব আর-রুমী রাদয়িল্লাহু আনহু থেকে বরণতি, তনি বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম বলছেন: “মুমনিরে অবস্থা বস্ময়কর! সকল অবস্থাই তার জন্য কল্যাণকর। মুমনি ছাড়া অন্য কউে এ বশৈষ্টি্য লাভ করতে পারে না। আনন্দকর কিছু পলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে; ফলে এটি তার জন্য মঙ্গলকর হয়। আর অস্বচ্ছলতা বা বপিদে আক্রান্ত হলে সে সবর করে; ফলে এটিও তার জন্য কল্যাণকর হয়।”[হাদীসটি মুসলমি (২৯৯৯) বরণনা করেন]

অন্যদরে দকিে দৃষ্টিপাত করার মাধ্যমে আমরা মুসলমিদরে মাঝে এই আকীদার প্রভাব জানতে পারি। উদাহরণস্বরূপ জাপানে ২০০৩ সালে তত্েরশি হাজার মানুষ আত্মহত্যা করছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ: বকোরত্ব! ববিসিরি ওয়বেসাইটে ১/৯/২০০৪ তারখিে প্রতবিদনে এসছে, তারা বলনে: “অফসিয়াল হিসাব অনুসারে গত বছরে তত্েরশি হাজার মানুষ আত্মহত্যা করছে। জাপানি কর্তৃপক্ষ বলনে: আত্মহত্যার হার বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হছে জাপানে চলমান অর্থনৈতিক মন্দা, যা গত পঞ্চাশ বছরে সর্বোচ্চ। এটি বকোরত্বেরে হারকে এতটা বাড়িয়ে দয়িছে যা অভূতপূর্ব। যার ফলে হতাশাগ্রস্ত মানুষেরে সংখ্যা বড়েছে। বশিষে করে পট্টত্ব পট্টা পুরুষদরে মাঝে এর হার বশে।”[সমাপ্ত]

আল্লাহ তাআলা বলনে:

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

“তোমার প্রভু যাকে চান তার জীবকি বাড়িয়ে দনে, আবার সংকুচতি করেন। নশ্চয়ই তনি তাঁর বান্দাদেরে সব খবর রাখনে এবং তাদরে সবকছু দখেনে।”[সূরা ইসরা: ৩০]

ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ বলনে: “আল্লাহর বাণী: “তোমার রব যাকে চান তার জীবকি বাড়িয়ে দনে, আবার সংকুচতি করেন”

অবগত করছে যে আল্লাহই রযিকিদাতা, সংকোচনকারী, সম্প্রসারণকারী এবং সৃষ্টির মধ্যে নজিরে ইচ্ছামত কাজ করে থাকেন। তিনি যাকে ইচ্ছা বতিতশালী করেন, যাকে ইচ্ছা দরদির করেন। তিনি তাঁর প্রজ্ঞাবলে এটি করে থাকেন। তাই তিনি বলছেন: “তিনি তার বান্দাদের সব খবর রাখেন এবং তাদের সব কিছু দেখেন।” অর্থাৎ কবে বতিতরে উপযুক্ত, আর কবে দারদির্যের উপযুক্ত সে ব্যাপারে তিনি সব কিছু জানেন ও দেখেন। ... কিছু মানুষের জন্য বতিতবান হওয়াটা তাকে পাকড়াও করার পূর্ব ধাপ হতে পারে। দারদির্য কিছু মানুষের জন্য শাস্তি হতে পারে। তাই আল্লাহর কাছে এটা থেকে এবং ওটা থেকে পানাহ চাই। [তাফসীরে ইবনে কাসীর (৫/৭১)]

২. আল্লাহর কাছে দারদির্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করতেন এবং যা উম্মাহকে শেখাতেন সেটি সুন্নাহতে বর্ণিত হয়েছে। আর তা হলো: আল্লাহ তাআলার কাছে দারদির্য থেকে পানাহ চাওয়া। যহেতু ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের উপর দারদির্যের প্রভাব রয়েছে।

মুসলিম ইবনু আবী বাকরা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমার বাবা প্রত্যকে নামাযের পরে পড়তেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কুফরী, দারদির্য ও কবররে আযাব থেকে আশ্রয় চাই।” আমিও সেগুলো বলতাম। আমার পতি বললেন: ‘বাবা! তুমি এটা কার কাছ থেকে শিখিছে?’ আমি বললাম: ‘আপনার কাছ থেকে।’ তিনি বললেন: ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের পরে এ বাক্যগুলো বলতেন।’ [হাদীসটি নাসাঈ (১৩৪৭) বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী সহীহুন নাসাঈ গ্রন্থে এটিকে সহীহ বলে গণ্য করেন]

আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْتَمِ وَالْمَغْرَمِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি— দারদির্য, বার্ধক্য, পাপ ও ঋণ থেকে, কবররে ফতিনা ও কবররে আযাব থেকে, জাহান্নামের ফতিনা ও জাহান্নামের আযাব থেকে এবং বতিতরে ফতিনার অনশিট থেকে। আপনার কাছে আরও আশ্রয় প্রার্থনা করছি— দারদির্যের ফতিনার অনশিট থেকে।” [হাদীসটি বুখারী (৬০০৭) ও মুসলিম (৫৮৯) বর্ণনা করেন]

৩. কাজ করা, উপার্জন করা ও রযিকি অনুবষণে লক্ষ্যে পৃথিবীতে বচিরণ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“তিনি পৃথিবীকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। অতএব, তোমরা পৃথিবীর পথে-প্রান্তরে চলাচল করো এবং আল্লাহর দোয়া জীবিকা থেকে আহার করো। তাঁর কাছেই (প্রত্যাবর্তনের জন্য তোমাদের) পুনরুত্থান (হবে)।” [সূরা মুলক: ১৫]

তিনি আরো বলেন:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“অতঃপর যখন নামায সমাপ্ত হবে তখন যমীনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) সন্ধান করবে ও বশীকরে আল্লাহকে স্মরণ করবে, যাতে করে তোমরা সফলকাম হও।” [সূরা জুম’আ: ১০]

মকিদাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “নজিরে হাতের কাজ থেকে উত্তম কিছু কটে উপার্জন করনি। আল্লাহর নবী দাউদ আলাইহিস সালাম নজি হাতের উপার্জন থেকে খেতেন।” [হাদীসটি বুখারী (১৯৬৬) বর্ণনা করেন]

যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “তোমাদের মধ্যে কটে রশনিয়ি তার পঠি কাঠের বোঝা বয়ে আনা এবং সটো বক্রিকরা এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ তার সম্মানকে রক্ষা করা মানুষের কাছে ভিক্ষা চাওয়ার চেয়ে উত্তম; চাই মানুষ তাকে ভিক্ষা দকি কথিবা না দকি।” [হাদীসটি বুখারী (১৪০২) বর্ণনা করেন]

৪. ধনীদরে সম্পদে যাকাত আবশ্যক করা।

আল্লাহ তাআলা যাকাতের সম্পদে দরদিরদরে অংশ রেখেছেন। দরদিরকে যাকাতের মালকি করে দতি হবে। দরদিরকে এতটুকু দতি হবে যাতে করে সে অমুখাপেক্ষী হয়ে যায় এবং তার দারদির্য দূর হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“যাকাত হল কবেল ফকরি, মসিকীন, যাকাতের কাজে নয়োজতি কর্মী ও যাদের চতিত আকরষণ প্রয়োজন তাদের জন্য এবং ক্রীতদাস, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে যারা আছে তারা ও মুসাফরিদের খাতে। এটি আল্লাহ কর্তৃক ফরযকৃত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা তাওবাহ: ৬০]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ . لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“যাদের সম্পদে নির্দিষ্ট হক (ন্যায্য অধিকার) রয়েছে যা চাঞ্চাকারী ও বঞ্চিত ব্যক্তিদের জন্য।” [সূরা মা’আরজি: ২৪, ২৫]

৫. দান-সদকা, ওয়াকফ করা ও এতমি-বধিবাদদের দায়িত্ব নওয়ার প্রতি উৎসাহ দেওয়া।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شَحْنَفِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“অতএব, যতটা পারো আল্লাহকে ভয় করো। (তঁর কথা) শোনো। (তঁর) আনুগত্য করো এবং (তঁর পথে) ব্যয় করো। এতে তোমাদের নজিদেরেই কল্যাণ রয়েছে। যারা মনরে কার্পণ্য থেকে মুক্ত তরাই সফলকাম।” [সূরা তাগাবুন: ১৬]

তিনি আরো বলেন:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“তোমরা (আল্লাহর রাস্তায়) যা কিছু ব্যয় করো তিনি এর প্রতিস্থাপন করে দাবিনে। তিনি শ্রেষ্ট রযিকিদাতা।” [সূরা সাবা: ৩৯]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন:

وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا

“তোমরা নজিদেরে জন্য ভালো যা কিছু অগ্রমি পাঠাবে সটো আল্লাহর কাছে এমন অবস্থায় পাবে যে, তা আরো ভালো ও পুরস্কার হিসেবে আরো বড়।” [সূরা মুয্যাম্মলি: ২০]

আদী ইবনে হাতমি বলেন: আম নিবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনছি: “তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুন থেকে বঁচে থাকার সামর্থ্য রাখে সে যেন একটা খজুরের টুকরা দিয়ে হলেও তাই করে।” [হাদীসটি বুখারী (১৩৪৭) ও মুসলমি (১০১৬) বর্ণনা করেন, হাদীসটির শব্দ মুসলমিরে]

সাহল ইবনে সা’দ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “আমি ও এতমি পালনকারী জান্নাতে এভাবে থাকব। তিনি তরজনী ও মধ্যমা আঙুলেরে মধ্যম সামান্য ফাঁকা রেখে ইশারা করে দখোলনে।” [হাদীসটি বুখারী (৪৯৯৮) ও মুসলমি (২৯৮৩) বর্ণনা করেন। মুসলমি হাদীসটি আবু হুরাইরা থেকে কাছাকাছি শব্দে বর্ণনা করেন]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “বধিবা ও মসিকীনরে জন্য (খাদ্য যোগাতে) সচেষ্ট ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় মুজাহদিরে মত অথবা রাত জাগে ইবাদতকারী ও দনিভর সিয়াম পালনকারীর মত।” [হাদীসটি বুখারী (৫০৩৮) ও মুসলিম (২৯৮২) বর্ণনা করেন]

৬. সুদ ও জুয়া এবং ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারণা হারাম করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং (তোমাদের কাছে) যে সুদ বকরো আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা (প্রকৃত) ঈমানদার হয়ে থাকো। যদি তা না করো তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে একটি যুদ্ধের ঘোষণা শুনবে রাখো। আর যদি তোমরা তাওবা করো তাহলে তোমাদের মূলধন তোমাদের থাকবে। (এ ব্যাপারে) তোমরাও যুলুম করবে না এবং তোমাদের উপরও যুলুম করা হবে না।” [সূরা বাকার: ২৭৮, ২৭৯]

তিনি আরো বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি, ভাগ্য নরিনয়রে তীর এগুলো বস্তুত শয়তানরে এক একটি ঘৃণ্য কাজ। অতএব, এসব থেকে দূরে থাকো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।” [সূরা মায়দা: ৯০]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি খাদ্য স্তুপের পাশ দিগে যাচ্ছিলেন। এ সময় তিনি খাদ্যস্তুপের ভেতরে নজিরে হাত প্রবশে করিয়ে দেন। ফলে তাঁর আঙুলে কছি ভজো অনুভূত হল। তিনি বললেন: “হে খাদ্যের মালিক! এটা কী?” লোকটি বলল: ‘হে আল্লাহর রাসূল! এতে বৃষ্টির পানি পড়ছে।’ তিনি বললেন: ‘কনে তুমি ঐ ভজো অংশটি উপরে রাখলে না; তাহলে লোকেরা তা দেখতে পতে। যে ধোঁকাবাজী করে সে আমার দলভূক্ত নয়।’ [হাদীসটি মুসলিম (১০২) বর্ণনা করেন]

সুদ, জুয়া ও প্রতারণামূলক ক্রয়বিক্রয় এগুলো মানুষদের মাঝে বস্তিতার লাভের ফল হলো অন্যায়ভাবে তাদের সম্পদ ছনিয়ে নেওয়া। কখনো কখনো মানুষ এগুলোর কারণে নজিদেরে সমস্ত সম্পদ হারিয়ে ফলে। তাই সুস্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে এগুলোকে হারাম করা হয়েছে।

৭. দুস্থ ব্যক্তিকে সাহায্য করা ও দুর্বলদের পাশে দাঁড়ানো

নু'মান ইবনে বশীর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: ‘মুমনিদরে পারস্পারিক সম্প্রীতি, দয়া ও মায়ামমতার উদাহরণ (একটি) দহেরে মত। যখন দহেরে কোন অঙ্গ পীড়িত হয় তখন তার জন্য সারা দহে অনদিরা ও জ্বররে আক্রান্ত হয়।’[হাদীসটি বুখারী (৫৬৬৫) ও মুসলমি (২৫৮৬) বর্ণনা করেন]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “সহে ব্য়ক্তি মুসলমি নয় য়ে পটে ভর্তি করে খায় অথচ তার প্রতবিশে উপোস থাকে।”[হাদীসটি বাইহাকী শূয়াবুল ঈমান গ্রন্থে (৯২৫১) হাদীসটি বর্ণনা করেন। হাদীসটি শাইখ আলবানী হাসান বলে গণ্য করেন]

মুয়াত্তা মালকে (১৭৪২) গ্রন্থে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) জাবরে ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) এর সাথে গশেতরে একটি পূর্ণ থলে দেখতে পলেনে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: ‘এটি কী?’ জাবরে রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: ‘আমীরুল মুমিনীন! আমার গশেত খাওয়ার ইচ্ছা হল। তাই এক দরিহাম দিয়ে গশেত ক্রয় করলাম।’ তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: ‘তমোদরে কডেই কটি এটা চায় না য়ে, নজি়ে না খয়ে প্রতবিশে ক খাওয়াবে কথিবা তার চাচাতো ভাইকে দবি? তমোদরে কাছ থেকে এই আয়াতটি কথায় গলে: (যখনে বলা হয়ছে য়ে) **أَذْهَبْتُكُمْ طَيِّبَاتِكُمْ** **فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْنَعْتُكُمْ بِهَا** “তমোরা তমোদরে ভালো কর্মগুলো দুনিয়ার জীবনে শযে করে ফলেছে এবং ভালো কর্মগুলোর বনিমিয় উপভোগ করছে।”

পর সমাচার:

এটি দারদির্যরে প্রকৃত রূপ সম্পর্কে এক ঝলক। এতে দারদির্যরে বশে কছু নতেবাচক প্রভাবরে দকি়ে ইঙগতি করা হয়ছে। মুসলমি ব্য়ক্তি মাত্রই জাননে য়ে দারদির্য, ধনাঢ্যতা, দয়ো ও বঞ্চিত করা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নরিধারতি। তাই কষ্ট-বপিদ নমে আসলে সে ধরৈযধারণ করে। আর সুখ পলে সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কন্তি তার কাছ থেকে প্রত্যাশতি হলো সে নজি়ে ও পরিবাররে দারদির্য দূর করার জন্য কাজ ও উপার্জন করবে। কডে যদি নজি়ে শরীরিক অবস্থা অথবা দশেরে অবস্থার কারণে উপার্জন করতে অক্ষম হয় তাহলে ইসলাম দরদিরকে যাকাত দয়ো ও দান করার মাধ্যমে তার দারদির্য দূর করে। ধনীদরে সম্পদে এটি দরদিররে প্রাপ্য অধিকার।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।